সাদা চামরার সেবাদাস।

সৈয়দ আসলাম কর্তৃক প্রেরিত Rudy Kipling এর The White Man's Burden 1899 কবিতাটি ভিন্নমত ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেরিত কবিতাটির শেষে আসলাম সাহেবের মন্তব্য ছিল: "An Unceremonious and Unauthorized dedication to Syed Kamran Mirza, Abul Kasem and Alamgir Husain for the yeomen service to relieve "White Men's Burden". Yeomen শব্দটির অর্থ হলো "প্রধানত প্রয়োজনের সময়ে রাজা বা ভূস্বামীর সপক্ষে লড়াই করার শর্তে নিষ্কর জমি ভোগকারী ক্ষুদ্র কৃষক"। সৈয়দ কামরান মির্জা, আবুল কাসেম ও আলমগীর হোসেন সাহেব অনানুষ্ঠানিক এবং অনাধিকার বলে যে ভাবে বুশ ডকট্রিনের সেবা করে চলছেন, তা প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রানী জগতে মানুষও একটি প্রানী। আলোচ্য এই প্রানী বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে সমর্থ বিধায় সে মানুষ। বুদ্ধিহীন প্রানীকে বলা হয় গাধা। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় পুস্তক যারা পড়েছেন, তারা অবগত আছেন যে, সভ্যতার উষা লগ্নে আর্য সহ সাদা চামরার মানুষেরা পশু শিকার করে জীবন ধারণ করতো। প্রানী জগতের আবার কোন কোন প্রানী মানুষের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করতো, ফলে ঐ সকল প্রানী মানুষের কাছাকাছি থাকতে আরম্ভ করে। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী প্রানীদের মধ্যে একটি আবার মাংস ভক্ষণে উৎসাহী ছিল বিধায় পশু শিকারে মানুষের সহযোগী হয়। শিকারকৃত পশু মাংসের অংশিদারিত্বের দাবী ছাড়াই বিনা শর্তে মানুষকে উপকার করার জন্য পরোপকারী প্রানীটিকে "কুকুর" নামে ভুষিত করা হয়। তাই মানুষের বশ্যতা স্বীকারকারী প্রথম প্রানী হলো কুকুর। পা-চাটা স্বভাবের কারণে সাদা চামরার মানুষেরা কুকুর পোষতে ভালবাসেন। আবার এই পা-চাটা স্বভাবের জন্যই অন্যেরা কুকুরকে গালি হিসাবে কুত্তা বলে অবিহিত করেণ। ইদানিং বাঙ্গালী বংশোদ্ভুত কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে, যার মধ্যে আরবী নামধারীর সংখ্যা বেশি, সাদা চামরার পা-চাটা স্বভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কথায় বলে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। অনুরূপ ভাবে প্রাচীন
কালের ঐশিক কেতাব কোরাণ এবং মধ্য যুগীয় শরিয়া আইন উদ্ধৃতি করে বংশগত ভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী মানুষদেরকে যারা বুশ ডকট্রিনের প্রপাগান্ডা অনুযায়ী কটাক্ষ এবং তাদের কুৎসা প্রচার করে চলছেন, তারা সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হয় অজ্ঞ, অন্যথায় কর্তার ইচ্ছায় পা-চাটাদের মত কীর্তন গেয়ে চলছেন।

তেল সম্মৃদ্ধ মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহে কর্পোরেট পুজির স্বার্থে সভ্য এবং গণতান্ত্রিক দাবীদার মার্কিন প্রশাসন ও তার শক্তিধর সেনাবাহিনী হিংস্র ব্যাঘ্রের মত আচরণ করছে। ইসলামকে অসভ্য ও সন্ত্রাসী ধর্ম আখ্যায়িত করে মুসলমানদেরকে সভ্য ও গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মানবতা বিরোধী হিংস্র আচরণকে মার্কিন কর্পোরেট মিডিয়া সমর্থন করে চলছে। তারই সাথে কোরাস গাইছেন পা-চাটার দল। তারা ভুলে গেছেন যে, সভ্যতা ও গণতন্ত্র রপ্তানীযোগ্য পণ্য নয়। সভ্যতা ও

গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট মাটি থেকে উদ্ভাবিত হয়। বহি:শক্তির অনাহুত খবরদারি সভ্যতা ও গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে।

নিজ শ্রেষ্টাত্ব জাহিরের কারণে কর্পোরেট পুজি মানুষের ব্যক্তিত্বের অবনতি ও তার নৈতিক প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়। ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নি:সঙ্গ হয়ে পড়ে এবং এই নিসঙ্গতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করে। আলোচ্য এই গুণাগুণের সকল বৈশিষ্টই বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে বর্ণিত এই সকল গুণ জার্মান রাষ্ট্রে বিদ্যমান ছিল বিধায় তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। হিটলার জার্মানীর পতনের ফিনিশিং টাচ দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় বর্তমান কালের একক শক্তিধর ও অহঙ্কারী রাষ্ট্রের পতনের শেষ প্রদীপটি কে জ্বালাবেন, তা বিবেচনার বিষয়। নিভুমান প্রদীপের চতুষ্পার্শে স্তাবককারীদের করুণ পরিণতি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

সেতারা হাশেম ০৬/১০/০৫